শামের মুজাহিদদের ম্যাগাজিন আর-রিসালাহ (ইস্যু-৪) থেকে বাংলায় অনূদিত প্রবন্ধ

ইসলামী ইমারতের মুখপাত্র কর্তৃক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের প্রতি খোলা চিঠি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ডোনাল্ট ট্রাম্পের প্রতি!

তোমাদের দেশে প্রেসিডেন্ট পরিবর্তনের কারণে উত্থিত উপলব্ধির সুযোগ কাজে লাগাতে, আমি আফগানিস্তানে চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বাস্তবতা তোমার সাথে ভাগাভাগি (ঝঐঅজউ) করতে ইচ্ছা করছি ।

তোমাদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আফগানিস্তানে শুরু হওয়া যুদ্ধ তার পনের বছর পরিপূর্ণ করেছে, এটা তোমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ যুদ্ধ (যা এখনো চলছে) এবং উভয় পক্ষে মানুষ ও উপাদান হারানোর ঘটনা ঘটেছে ।

তুমি, যুক্তরাষ্ট্রর মনোনীত প্রেসিডেন্ট এবং এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য দায়বদ্ধতার বোঝা বহনকারী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছ; জিজ্ঞাসা করব- এই যুদ্ধের শেষ লক্ষ্য কি? প্রত্যেকে বুজতে পারে যে, যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করা হয় না, বরং একটি সমাপ্তির নিমিত্তে যুদ্ধ শুরু হয়। যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয় আফগানিস্তানের স্থায়ী ভোগদখল, এই জাতিকে নির্যাতন করা, তাদের উপর জোরপূর্বক শাসন চালানো, তবে তোমাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য এই ভূমি, আকাশসীমা এবং এই দেশের অন্যান্য সম্পদসমূহ ব্যবহার কর; তাহলে তোমরা অতীত গবেষণা থেকে শিখবে এবং বুঝতে পারবে যে, এমন স্বপ্নগুলো কখনো বাস্তবে পরিণত করতে পারবে না । কেননা, এটা করার জন্য তোমাদের কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্যে এই আকাশ এবং ভূমি ব্যবহার করার পূর্বে সর্বপ্রথম তোমাদের সৈন্য এবং মেরুদণ্ডহীন শাসনের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দিতে হবে । যাইহোক, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায়, এই ভূমি ও এর লোকজনের প্রকৃতিতে এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে গত ১৫ বছরে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিদেশী বাহিনীকে নিরাপত্তা প্রদান করা অথবা সশস্ত্র ধার্মিককে দমন করা এবং এর বিরুদ্ধে জাতীয় বিরোধিতা করা অসম্ভব। আজ আমাদেরকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করতে দাও যে, আমাদের জাতি গত ১৫ বছরের অধিক সময় ধরে একটি বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকভাবে সফল সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে । আমাদের লোকজন কোন দেশের বস্তুগত, সামরিক, যৌক্তিক অথবা এমনকি সরকারী নৈতিক সাহায্যটুকুও পায়নি । এই ভোগদখলে দশটি দেশ একত্রিত হয়ে আমাদের বৈধ প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্য সামরিক, রাজনৈতিক, প্রচারণা এবং ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য প্রত্যেক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছে, তবে যেহেতু আমাদের জিহাদ এবং সংগ্রাম ধর্মীয়ভাবে, বুদ্ধিগতভাবে, জাতীয়ভাবে বৈধ ছিল এবং অন্য সকল বৈধ মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং আমাদের জাতি অলঙ্ঘনীয়তার সীমা(অর্থাৎ,অলঙ্ঘনীয়তারও একটি শেষ আছে এরূপ বিশ্বাস)-এর প্রতি বিশ্বাস রেখেছিল, তাই আক্রমণকারীদের একপেশে সামরিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা এই প্রতিরোধ ঠান্ডা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অবশেষে, এই ভোগদখলের সাথে মিত্র দেশগুলোর অনেক কর্মকর্তারা স্বীকার করেছিল যে, তারা শুধুমাত্র কিছু বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না বরং সমগ্র জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত । অত:পর,

তারা এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিল, ইসলামী ইমারতের সাথে আলোচনা এবং বুঝা-পড়া করার পরিকল্পনা শুরু করেছিল এবং ধীরে ধীরে এই অবৈধ, অকার্যকর এবং উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধের বাহিরে তাদের সেনাবাহিনীকে টেনে তুলে নিতে শুরু করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট !

আফগানিরা, দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতি হিসেবে, প্রকৃতপক্ষেই এই যুদ্ধের একটি অবসান ঘটাতে চায়, যাইহোক তারা জানে যে -পূর্ববর্তী যুদ্ধসমূহের কিছু কারণ থাকা সত্ত্বেও- চলমান লড়াইয়ের প্রধান কারণ হলো আমাদের স্বাধীন দেশে বিদেশী অধিষ্ঠাতা বাহিনীর উপস্থিতি। তোমাদের এবং আমাদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের একটি অবসান ঘটাতে, তোমাকে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাসমূহের (CLARIFICATIONS) মাধ্যমে এই যুদ্ধের ভূগোল এবং প্রকৃতি অধিকতর বুঝতে হবে ।

প্রথম:-এশিয়া মহাদেশের একটি জাতি হিসেবে, আফগানিস্তানের স্বাধীনতা এবং আজাদীর দীর্ঘ ইতিহাসের আঞ্চলিক গর্ব আছে । ঐ গর্বটা হলো যে, এই জাতি সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছে এবং যখন ভোগদখল ও বিভেদের বিপদ এটাকে আঘাত করেনি তখনই আবার এই সকল দুর্যোগ থেকে কোন প্রকারে বেরিয়ে এসেছে, এই সকল বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারার অন্যতম কারণগুলোর একটি হলো এই জাতির স্বাধীনতা, এটার স্থানীয় অখণ্ডতা এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতিরক্ষা তার লোকজনের উপর নির্ভর করে; কোন ব্যক্তি, দল ও সরকারের উপর নির্ভর করে না । এই জাতি এ ভূগোলের সত্য এবং অবিসংবাদিত মালিক হিসেবে যে কোন ধারণা এবং বিবেচনার উপর তার মূল্যবান সার্বভৌম ক্ষমতা ধরে রেখেছে ।

দ্বিতীয়:- আফগান জাতি তাদের বৈধ অধিকার হিসাবে স্বীয় দেশের স্বাধীনতার চিন্তা করে এবং নিজ মাতৃভূমিকে রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। ইতিহাস ঐ সময়কে পুনরায় স্বরণ করে না যখন এই দেশের ভূমি ও আকাশসীমা থেকে অন্যদের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ হুমকির মুখে ছিল । আমাদের দেশ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উভয়টিতে নিরপেক্ষ ছিল এবং কোন পক্ষকেই সাহায্য করেনি অথবা কারো সাথেই মিত্র হয়নি । স্নায়ুযুদ্ধের সময়ও আমাদের দেশ অপক্ষপাতী জাতিসমূহের একটি সদস্য হয়ে থেকেছিল । লোকজনের এই ভয় দেখে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কর্তৃক আমাদের দেশ একটি কার্যকর সুকৌশলী থিয়েটার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা ভিত্তিহীন মহাখেলায় জড়িত হয়েছে । দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে আমরা আমাদের দেশে প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিতে চাই এবং আমাদের জাতির আঘাতসমূহকে ভাল করতে চাই । আমাদের জাতি পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের সামরিক উপস্থিতি মেনে নিবে না, যেভাবে তারা প্রাচ্য উপনিবেশবাদীদের সামরিক উপস্থিতিকে মেনে নেয়নি ।

তৃতীয়:- যেভাবে আমাদের লোকজন অন্যকে আঘাত করার মনোভাব পোষণ করে না, বিপরীতে তেমনি তারা অন্যের আঘাত মেনেও নেবে না । তোমরা বুঝতে পার যে আমাদের দেশ তথা-কথিত তৃতীয়বিশ্বের দেশসমূহের মধ্য থেকে সবচেয়ে দরিদ্র দেশ । আমাদের নির্যাতিত জাতি শুধুমাত্র যে সম্পদটিকে ধরে রেখেছে তা হলো যুগ যুগ ধরে প্রচুর রক্ত এবং

ত্যাগের বিনিময়ে একটি মুক্ত ও স্বাধীন দেশের অধিকার । আমাদের জাতি এই সম্পদের প্রতিরক্ষার জন্য এবং প্রত্যেক বিবেচনার উপর এটার মান-মর্যাদা সংরক্ষণ করতে সকল ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ।

আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৯তম শতাব্দীর সমাপ্তি এবং ২০তম শতাব্দীর শুরু থেকে অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় ধরে এই একই উদ্দেশ্যে (স্বাধীনতা অর্জন করা) যুদ্ধ করেছি । আমাদের দেশের প্রতিরক্ষায়, সোভিয়েত আক্রমণের বিরুদ্ধে ১.৫ মিলিয়নের অধিক শহীদগণকে উৎসর্গ করেছি ।

উপরের দিকে তাকালে, যে কারোর জন্য চিন্তা করতে সহজ হবে যে, তারা আমাদের জাতিকে তাদের আক্রমণ এবং শাসন মেনে নিতে বাধ্য করতে পারবে অথবা তারা এই যুদ্ধকে দীর্ঘ করার মাধ্যমে আমাদের জাতিকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে । আমাদের জাতি একটি মহাসম্মান এবং বীরত্বের চূড়া হিসেবে তাদের অধিকারের জন্য যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা এই পথে মৃত্যু বরণ করাকে মরণ হিসেবে দেখে না, বরং অমরজীবন হিসেবে দেখে ।

চতুর্থ:- আফগানিস্তানে ভোগদখলের বিরুদ্ধে জেগে উঠা সশস্ত্র প্রতিরোধকে কেবল রাজবিদ্রোহ যেটা কিছু অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে যাদের প্রতি জনগণের সমর্থন নেই, তোমাদের পূর্ববর্তী প্রশাসন এরকম ভাষায় বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছে। যাইহোক, পনের বছরের বাস্তবতা এবং সর্বদা বেগবান হওয়া প্রতিরোধের সাক্ষী হওয়ার পর, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ বাকি থাকবে না যে, এই যুদ্ধ কোন একটি ছোট দল বা কয়েকজন ব্যক্তির কাজ নয় বরং সমগ্র আফগানিস্তান জুড়ে সকল জাতির সমন্বিত বিপ্লব এই যুদ্ধ। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব, একটি নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি হিসেবে, ইসলামী ইমারতের হাতে । ইসলামী ইমারত কিছু অসমর্থিত সন্ত্রাস বাড়ানোর জন্য যুদ্ধ করা দল নয়, বরং এটি জনগণের সুশৃঙ্খল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত আন্দোলন যেটি তার যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনীতি এবং বৈধ উদ্দেশ্যের জন্য যুক্তিসম্মত এবং বোধগম্য কর্মসূচি গ্রহণ করে । ইসলামী ইমারতের প্রত্যেক কার্যকলাপ এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য তার ওজর ও যুক্তিসহ ব্যাখ্যা আছে। ঐকারণে এটি প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করছে এবং প্রাদেশিক দেশগুলোর শীর্ষে অবস্থান করছে, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহ সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছে । ইসলামী ইমারত- একটি পরিচালনা পর্ষদ হিসেবে - জনগণের জনপ্রিয় এবং দেশব্যাপী সমর্থন থাকা আফগানিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র আন্দোলন । আফগানিস্তানের সকল জাতিগত সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ভিত্তি আছে, ইদানিং আফগানিস্তানের পঞ্চাশভাগ এলাকার উপর শাসন করছে, তাছাড়া ত্রিশভাগকে প্রভাবিত করছে এবং বিশভাগে বিদ্যমান তোমাদের সৈন্যদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শত্রু শাসন এবং কাবুল শাসনে যেকোন মুহূর্তে হুমকি হতে পারে । এটি এই কারণে যে, অনেক দেশ আঞ্চলিকভাবে এবং বৈশ্বিকভাবে একটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে, জাতিগতভাবে সমর্থিত এই রাজনৈতিক-সামরিক শক্তি (ইসলামী ইমারত), এই দেশের একটি দায়িত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব হিসেবে এর সাথে অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম

এবং একটি পারস্পরিক বোঝা-পড়াতে আসবে কেননা অন্যান্য দল এবং ব্যক্তি শুধুমাত্র বিদেশী সমর্থনের মাধ্যমে জেগে ওঠে এবং লোকজনের মধ্যে তাদের কোন ভিত্তি থাকে না ।

পঞ্চম:- তোমাদের সাহায্যপ্রাপ্ত আফগানিস্তান সরকারের অধীন বর্তমান শাসনে অনুবর্তী লোকজন, না কখনো এই জাতির প্রতিনিধি হতে পারবে, আর না জনসাধারণ তাদের প্রতি কোন বিশ্বাস রাখবে। এই লোকগুলো, যারা প্রতিবৎসর বিশ্বে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ শাসনের অসম্মান অর্জন করেছে, তারা তাদের নিজস্ব বস্তুগত স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ নয় । কাবুল ব্যাংকের ঘটনা হলো তাদের দেশ এবং জনগণের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার একটি দৃষ্টান্ত যেখানে দরিদ্র কর্মী, শিক্ষক, শ্রমিক এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঞ্চয় এই একান্ত শাসনের উঁচু-পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের কর্তৃক পাচার হয়েছিল যেটার মাধ্যমে তারা তাদের একাউন্ট এবং বিদেশীদের সাথে ব্যবসা গড়েছিল । আন্তর্জাতিক সাহায্য আত্মসাতের শীর্ষে এই দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা তাদের নিজস্ব লোকজনের সম্পদও আত্মসাৎ করে, সহস্র একর ভূমি জবরদখল করে এবং চুরি, দস্যুবৃত্তি, প্রশাসনিক দুর্নীতি, নীতিভ্রষ্টতা ও সংগঠিত অপরাধসমূহে জড়িয়ে পড়ে । কাজেই, না লোকজন তাদেরকে বিশ্বাস করে এবং না ক্ষমতা ও সহিংসতার হুমকির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে তোমরা তাদেরকে জাতির উপর চাপিয়ে দিতে পারবে ।

ষষ্ঠ:- এই দেশে ঐক্যমত্য আছে, আঞ্চলিকভাবে এবং এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধ কারো স্বার্থে নয় । আমরা, এই সংঘর্ষের একটি পক্ষ হিসেবে যাদের উপর এই যুদ্ধকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের দেশ সরাসরি সামরিক আক্রমণের অধীনে এসে গেছে, যুদ্ধের অগ্নিশিখা থেকে আমাদের নির্যাতিত এবং নিপীড়িত জাতিকে উদ্ধার করা আমাদের দায়িত্ব মনে করছি। তোমাদের সৈন্যবাহিনীর চালু করা ভোগদখলের এই যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করতে এই সকল ভিত্তির উপর আমরা তোমার প্রতি আমাদের বার্তা পাঠিয়েছি । একটি জয়ের অযোগ্য যুদ্ধের জন্য আফগান এবং আমেরিকার শিশুদেরকে উৎসর্গকৃত প্রাণীতে পরিণত হতে হয়, এমন আর কোন অধিকতর প্রচেষ্টা প্রয়োগ করো না।

সাম্প্রতিক সময়ে সকল আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান একমত যে আফগানিস্তানে আমেরিকার সামরিক মিশন একটি ধীর অধোগামী অচল অবস্থায় পৌঁছে গেছে । যদি আমেরিকান সৈন্যবাহিনী আমাদের দেশের ভোগদখল এবং আমাদেরকে একটি সম্মানজনক এবং মুক্ত জীবনে বসবাস করা থেকে বাধা দিয়ে রাখার উপর জিদ ধরে তবে সুস্পষ্টরূপে, যুদ্ধ আমাদের আবশ্যিকতা এবং একই সঙ্গে আমাদের বৈধ অধিকার । তবে হয়ত এই বৃথা যুদ্ধ তোমাদের আবশ্যিকতা নয় । তাই, আমেরিকান কর্মকর্তাদের এটা দায়িত্ব যে, যুদ্ধের উদ্যোক্তা হিসেবে এই ট্র্যাজেডির একটি সমাপ্তি ঘটানো । আমরা এটাকে একটি ট্র্যাজেডি বলেছি কারণ এটা তোমাদের সৈনিকদের এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত(মদতপ্রাপ্ত) মিলিশিয়াদের কারণে ঘটেছে যে, আমাদের নিষ্পাপ শিশু, মহিলা এবং নিরপরাধ যুবকরা প্রতিনিয়ত সমগ্র দেশজুড়ে নিহত হচ্ছে এবং তারা তাদের বাড়ি, ব্যবসা, হাসপাতাল ও খামার হারিয়েই চলেছে । এটা তোমাদের সৈন্যদের বর্বরোচিত বিমানহামলার কারণে ঘটেছে যে, সমগ্র গ্রাম কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে

যেমন কুন্দুজের ঘটনা এবং আফগান লোকজন তোমাদের রাত্রকালীন বিমানহামলা ও বোমাবর্ষণের কারণে ভয় এবং শঙ্কার পরিস্থিতিতে তাদের জীবন অতিবাহিত করছে। যেইমাত্র এই যুদ্ধ সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয়ভাবে তোমাদের জন্য ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, নৈতিক এবং নীতিগতভাবে তোমাদের লজ্জার দৃষ্টান্তেও রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে এটা হয় তোমাদের নিজস্ব সৈন্যদের, নয় তোমাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে নিয়মিতভাবে যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত সশস্ত্র দলদের ।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট!

হতে পারে এই চিঠিটির কিছু অংশ তোমাদের স্বার্থের জন্য তিক্ততা প্রমাণিত হবে । তবে যেহেতু এগুলো বাস্তবতা এবং বাস্তবতথ্য, এগুলো তিক্ত ঔষধ হিসেবে গৃহীত এবং ব্যবহৃত হতে হবে যেটা রোগীরা নিবে তাদের অধিকতর মন্দ অবস্থা দেখার ভয় ব্যতিরেকে ।

আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের মুখপাত্র
জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ
২৭/০৪/১৪৩৮ চন্দ্র হিজরী
০৬/১১/১৩৯৫ সৌর হিজরী
২৫/০১/২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ